Bangladesh Securities and Exchange Commission

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩০১২/২০২১/০২৪ তারিখঃ মে ১৮, ২০২২

মিসেস ফরিদা হোসেন
বিও নং: ১২০৫৫৯০০৩৪০৫৯৭৩৬
ইউসিবি স্টক ব্রোকারেজ লি:
ক্লায়েন্ট কোড-১৮৯৩
বুলুস সেন্টার (১৭ তলা, পশ্চিম দিক)
রোড# ৩৪, গুলশান এ্যাভেনিউ
গুলশান, ঢাকা-১২১২

বিষয়: **আদেশ।**

কমিশনের আদেশ **নং-বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩০১২/২০২১/৭২৬ তারিখঃ মে ১৮, ২০২২ ইং** আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হলো।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে

মো: ইউসুফ ভূইয়া
অতিরিক্ত পরিচালক
ফোন: ৫৫০০৭১৩৯
ই-মেইল: yusuf@sec.gov.bd

বিতরনঃ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।

অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। নির্বাহী পরিচালক, এসআরএমআইসি, বিএসইসি।
২। নির্বাহী পরিচালক, এমআইএস, বিএসইসি।
৩। নির্বাহী পরিচালক, আইন, বিএসইসি
৪। নির্বাহী পরিচালক, এনফোর্সমেন্ট, বিএসইসি
৫। চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বিএসইসি

বিএসইসি/এনফোর্সমেন্ট/৩০১২/২০২১/৭২৩

তারিখঃ মে ১৮, ২০২২

আদেশ

যেহেতু, Securities and Exchange Ordinance, 1969 (ORDINANCE No. XVII of 1969) এর Section 2(cc) মোতাবেক 'Commission' অর্থ Bangladesh Securities and Exchange Commission যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ১৫ নং আইন) এর ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত (অত:পর "কমিশন" বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, Section 2(g) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (ORDINANCE No. XVII of 1969) অনুযায়ী Daffodil Computers Limited "ইস্যুয়ার" (অত:পর "ইস্যুয়ার" বলে উল্লিখিত);

যেহেতু, Section 17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 (ORDINANCE No. XVII of 1969) এর বর্ণনা নিম্নরূপ-

"Prohibition of fraudulent acts, etc.- No person shall, for the purpose of inducing, dissuading, effecting, preventing or in any manner influencing or turning to his advantage, the sale or purchase of any security, directly or indirectly,-

(a) employ any device, scheme or artifice, or engage in any act, practice or course of business, which operates or is intended or calculated to operate as a fraud or deceit upon any person; or

(b) make any suggestion or statement as a fact of that which he does not believe to be true; or

(c) omit to state or actively conceal a fact having knowledge or belief of such fact; or

(d) induce any person by deceiving him to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived; or

(e) do any act or practice or engage in a course of business, or omit to do any act which operates or would operate as a fraud, deceit or manipulation upon any person, in particular-

(i) make any fictitious quotation;

(ii) create a false and misleading appearance of active trading in any security;

(iii) effect any transaction in such security which involves no change in its beneficial ownership;

(iv) enter into an order or orders for the purchase and sale of security which will ultimately cancel out each other and will not result in any change in the beneficial ownership of such security;

(v) directly or indirectly effect a series of transactions in any security creating the appearance of active trading therein or of raising of price for the purpose of inducing its purchase by others or depressing its price for the purpose of inducing its sale by others;

(vi) being a director or an officer of the issuer of a listed equity security or a beneficial owner of not less than ten percent of such security who is in possession of material facts omit to disclose any such facts while buying or selling such security."

যেহেতু, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর আদেশ নং সার্ভেইলেন্স নোট-০৬৭/২০১৯ তারিখ: অক্টোবর ০১, ২০১৯ এর মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী জনাব রেজাউর রহমান (আল আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড এর মনোনীত পরিচালক এবং এআইবিএল ক্যাপিটাল মার্কেট সার্বিসেস লিমিটেড এর ট্রেক প্রতিনিধি) এর শ্যালিকা এবং মিসেস মাকসুদা আহমেদ এর বোন মিসেস ফরিদা হোসেন DAFODILCOM এর শেয়ার এর series লেনদেন ও False and Misleading Appearance of Active Trading এর মাধ্যমে Securities and Exchange Ordinance,1969 এর Section 17(e)(ii) ও(v) ভঙ্গ করেন;

যেহেতু, কমিশন উপরোল্লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে ব্যর্থতার জন্য মিসেস ফরিদা হোসেন এর বরাবরে একটি show-cause-cum-hearing notice সূত্র নং- BSEC/Enforcement/৩০১২/২০২১-৮৪৮ তারিখঃ অক্টোবর ১২, ২০২১ প্রেরণ করে এবং নভেম্বর ০২, ২০২১ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে। পরবর্তীতে নতুন ধার্যকৃত ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০২২ তারিখে শুনানী সম্পন্ন হয়;

যেহেতু, মিসেস ফরিদা হোসেন অক্টোবর ১২, ২০২১ তারিখের শুনানীর নোটিশের মাধ্যমে উল্লিখিত ব্যর্থতা তথা বিধি বিধান লংঘন সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত বক্তব্য কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি এবং মিসেস ফরিদা হোসেন এর উক্ত লংঘন ইচ্ছাকৃত;

যেহেতু, সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত উল্লিখিত আইন ও উহার অধীন জারিকৃত বিধি-বিধান পরিপালনে মিসেস ফরিদা হোসেন এর উক্তরূপ ব্যর্থতা Section 17(e),(iii),(v) of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

যেহেতু, কমিশনের বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ আইন পরিপালনে উল্লিখিত ব্যর্থতার জন্য, তথা পুঁজিবাজারের উন্নয়নের পাশাপাশি বাজারের শৃংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে মিসেস ফরিদা হোসেন কে জরিমানা করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

অতএব, সেহেতু, কমিশন, উল্লিখিত যাবতীয় বিষয় বিবেচনাপূর্বক, Section 24 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মিসেস ফরিদা হোসেন এর উপর ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা জরিমানা ধার্য করল যা অত্র আদেশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এর অনুকূলে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশনে জমা করতে হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে,

মোঃ আবদুল হালিম
কমিশনার

বিতরনঃ
মিসেস ফরিদা হোসেন
বিও নংঃ ১২০৫৫৯০০৩৪০৫৯৭৩৬
ইউসিবি স্টক ব্রোকারেজ লিঃ
ক্লায়েন্ট কোড-১৮৯৩
বুলুস সেন্টার (১৭ তলা, পশ্চিম দিক)
রোড# ৩৪, গুলশান এ্যাভেনিউ
গুলশান, ঢাকা-১২১২